রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (রেগপ্রই):

পটভূমি:

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দেশে রেশম সেক্টরে উন্নয়নের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির একমাত্র প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ৩ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে রেশম সেক্টরে কারিগরি সহায়তা প্রদান করার জন্য সিল্ক কাম ল্যাক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং সিল্ক টেকনোলজীক্যাল ইনস্টিটিউট নামে শিল্প অধিদপ্তরের অধীনে রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ইনস্টিটিউটকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার অধীনে নেয়া হলে ১৯৭৪ সালে ইনস্টিটিউট দু'টিকে একীভূত করে সিল্ক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নামকরণ করা হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের আওতাধীনে আসে এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারেগপ্রই) নামে পুন: নামকরণ করা হয়। ২০০৩ সালে ২৫ নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড থেকে পৃথক করে সরাসরি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। ২০১৩ সালে ১৩ নং আইন বলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল আইন, ২০১২ মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় National Agricultural Research System (NARS)- এর সদস্যভূক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর ৫টি গবেষণা শাখা যথা: তুঁতচাষ, রেশমকীট, সেরি-রসায়ন, সেরি-রোগতত্ত্ব, রেশম প্রযুক্তি শাখা এবং এছাড়াও একটি প্রশিক্ষণ শাখা রয়েছে। তাছাড়া বারেগপ্রই-এর নিয়ন্ত্রণাধীন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার চন্দ্রঘোনায় একটি আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে) এবং পঞ্চগড় জেলার সাকোয়ায় একটি জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি) রয়েছে।

উদ্দেশ্য (Objectives):

- দেশের আবহাওয়া উপযোগী রেশমচাষের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর;
- রেশমচাষে নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে দেশে দারিদ্রতা হ্রাসকরণসহ রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান।

কার্যক্রম (Functions):

রেগপ্রই, রাজশাহী:

- তুঁতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন;
- তুঁতচাষ প্রযুক্তি, তুঁতগাছের রোগবালাই ও কীটশত্রু দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- মাটি ও তুঁতপাতার গুনগত মান পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যমান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তুঁতপাতার গুনগত মান উন্নয়ন;
- রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং আবহাওয়া সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল, রোগ প্রতিরোধ সম্পন্ন উন্নত বহুচক্রী ও দ্বিচক্রী জাত উদ্ভাবন;
- গুনগত মানের রেশমকীটের ডিম উৎপাদনের প্রযুক্তি, উন্নত পলুপালন ঘর, পলুপালন সামগ্রী ও পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- রেশমকীটের রোগবালাই ও কীটশত্রু দমনের লক্ষে বিভিন্ন ধরণের বিশোধক ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- পোস্ট কোকুন টেকনোলজি ও রিলিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- লাইব্রেরী-তে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের বই, সাময়িকী, জার্নাল, লিফলেট, পত্রিকা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশনা।

আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা:

- ❖ বারেগপ্রই এর বিকল্প জার্মপ্লাজম ব্যাংক হিসেবে তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- ❖ পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত ও রেশমচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- ❖ পাহাড়ী অঞ্চলে রেশমচাষে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষে চাষী পর্যায়ে ও টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান।

জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়:

- ❖ বারেগপ্রই এর বিকল্প জার্মপ্লাজম ব্যাংক হিসেবে তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- ❖ আবহাওয়া উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত ও রেশমচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- ❖ রেশমকীটের এফ-১ বাণিজ্যিক ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে পি-১ নার্সারীতে দ্বিচক্রী জাতের ডিম বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের চাহিদা সাপেক্ষে সরবরাহকরণ।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসমূহ:

গবেষণা:

- ❖ জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৮৩ থেকে ৮৪ টিতে উন্নীত হয়েছে;
- ❖ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ১টি উচ্চফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর ফলে তুঁতপাতার উৎপাদন বছরে হেক্টর প্রতি ৩৭.০০-৪০.০০ মেঃটন এর স্থলে ৪০ - ৪৮ মেঃটন এ উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে;
- ❖ তুঁতগাছের রোগ-বালাই দমনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ❖ জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীটের জাত ১১৩ হতে ১১৪টিতে উন্নীত হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ০১টি উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। যার ফলে রেশমগুটির উৎপাদন ৬০-৭০ কেজি থেকে ৭০-৭৬ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।
- ❖ জ্যৈষ্ঠা ও ভাদুরী বন্দে আবহাওয়া সহনশীল রেশমকীটের বহুচক্রীজাত উদ্ভাবন এবং ফিল্ড ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এর উৎপাদন প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে ৫০-৫৫ কেজি।
- ❖ বর্তমানে ০১ কেজি কাঁচা রেশমসুতা উৎপাদন করতে ১০-০৯ কেজি কাঁচা রেশমগুটির প্রয়োজন হচ্ছে, যা পূর্বে ০১ কেজি কাঁচা রেশমসুতা উৎপাদন করতে ১৮-২০ কেজি রেশমগুটির প্রয়োজন হতো।
- ❖ প্রচলিত থাই রিলিং মেশিনটিকে ডুয়েল ড্রাইভিং সিস্টেম (হস্ত/পাওয়ার চালিত) উন্নীত করা হয়েছে যার ফলে অল্প সময়ে স্বল্প খরচে অধিক রেশমসুতা কাটাই করা সম্ভব হচ্ছে।

আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরেগকে), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাঃ

- ❖ ১২টি তুঁতজাত ও ২৮টি রেশমকীট জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তুঁত ও রেশমকীটের জাতের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁতচাষ ও পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

সুবর্ণচর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম জেলাঃ

- ❖ লবণাক্ত অঞ্চলে তুঁতচাষের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর লক্ষ্যে সুবর্ণ চর, নোয়াখালী এলাকায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিকভাবে লবণাক্ত সহিষ্ণু (০৩) তিনটি জেনোটাইপ নির্বাচন করা হয়েছে। তবে জাত/ জেনোটাইপ সুনিশ্চিতকল্পে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

জার্মপ্লাজম মেইটেন্যান্স সেন্টার (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়ঃ

- ❖ ১২ টি তুঁতজাত এবং ৪৮টি রেশমকীট জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- ❖ রেশমকীটের এফ-১ বানিজ্যিক ডিম উৎপাদনের লক্ষে বিএসডিবি এর চাহিদা অনুযায়ি পি-১ নার্সারীতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দ্বিচক্রী জাতের ২০০০ টি ডিম বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডকে সরবরাহ করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের গবেষণা কার্যক্রম:

রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প:

এই প্রকল্পের আওতায় ২৩টি গবেষণা কম্পোনেন্ট চলমান রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রমঃ নতুন নতুন ও উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে তুঁত ও রেশমকীটের জাত সংরক্ষণ, উচ্চফলনশীল ও আবহাওয়া সহনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন/হাইব্রিড নির্বাচন, পরিবর্তিত আবহাওয়ায় তুঁত ও রেশমকীটের পরিবেশ উপযোগী রোগবালাই দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, লবণাক্ত অঞ্চলে রেশমচাষের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ, বিরূপ আওহাওয়া সহিষ্ণু তুঁতজাত নির্বাচন ও নির্বাচিত তুঁতজাতের পুষ্টিমান নিরূপন, রেশম উপজাতের বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে রেশম সেক্টরের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল তুঁতজাতের সারের মাত্রা নিরূপন, গুণগত ও মানসম্পন্ন কাঁচা রেশমসুতা উৎপাদনের লক্ষে পোস্ট কোকুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, পাহাড়ী পরিবেশ উপযোগী তুঁতচাষ পদ্ধতি নির্বাচন ও রেশমকীট হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন।

পলিসেডের মাধ্যমে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্প:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২/১০/২০১৪ খ্রিঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে নির্দেশনা প্রদান করেন "কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তুঁতগাছের উন্নয়ন এবং তুঁতচাষের উন্নত প্রযুক্তি বের করতে হবে"। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে "তুঁত ও রেশমকীট জাতের উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনার আলোকে চলমান "রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি একীভূত করত: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষে ০৫ (পাঁচ)টি গবেষণা কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করে সংশোধিত প্রকল্পের নতুন অন্তর্ভূক্তকৃত গবেষণা কার্যক্রম অক্টোবর/২০১৯ মাস হতে শুরু করা হয়েছে, জুন/২০২২ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটির ২য় পর্যায় অনুমোদনের ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কার্যক্রম:

পরিচালক, এসআরটিআই এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড-এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ:

- ❖ জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ৮৪টি তুঁতজাত সংরক্ষণ করা;
- ❖ জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ১১৪টি রেশমকীট জাত সংরক্ষণ করা;
- ❖ ১টি তুঁতজাত উদ্ভাবনের ১৫% কাজ সম্পন্ন করা;
- ❖ ১টি রেশমকীট জাত উদ্ভাবনের ২০% কাজ সম্পন্ন করা;
- ❖ ১০,৭০০ কেজি উন্নতজাতের তুঁতকাটিং উৎপাদন করা;
- ❖ গবেষণাগারে ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদনশীলতা ৭৭ কেজিতে উন্নীত করা;
- ❖ রেশম সেক্টরে ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে কার্যক্রম:

- ❖ www.bsrti.gov.bd নামে প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েব পোর্টাল চলমান রয়েছে যাতে ইনস্টিটিউটের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকান্ড, অগ্রগতি, কর্মকর্তাগণের পরিচিতি, বিভিন্ন নোটিশ, প্রতিবেদন ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রদর্শিত ও হালনাগাদ করা হচ্ছে।

- ইনস্টিটিউটের ওয়েব সাইটে ও দেয়ালে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শিত হচ্ছে এবং নাগরিকদের চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদানের জন্য রেশম ই-সেবা নামক একটি ইনোভেশন ধারণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের রেশমচাষী, মাঠকর্মীদের মোবাইল নম্বর সহ অনান্য তথ্য সম্বলিত ১৫৮০ জনের একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- রেশমচাষীদের বিভিন্ন সময়ে তুঁতচাষ ও পলুপালনে করণীয় বিষয়ক বার্তা মোবাইলে প্রেরণের কাজ চলমান রয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানের ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে নাগরিকগণ বিভিন্ন ধরনের সেবা একই ডেস্ক থেকে পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৯৫ জনকে পরিদর্শন সেবা প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শন সেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
- ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক সেরিকালচার ইনফরমেশন নামক মোবাইল এ্যাপলিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা গুগল প্লেস্টোরে আপলোড করা হয়েছে। যার মাধ্যমে জনগন রেশমচাষ সর্ম্পকিত তথ্য মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারছেন।
- ইনস্টিটিউটের সকল সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত Agriculture Research Management Information System (ARMIS), online database software এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে।
- ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর বাস্তবায়িত Personnel Management Information System (PMIS), online databased software এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- সরকারি ক্রয় কার্যে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি এর আওতায় এনে নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- পলু পাউডার বিক্রয় সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে "এক ধাপে পলুপাউডার সরবরাহ" নামক ইনোভেশন ধারণা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সেবার আওতায় মোবাইলের মাধ্যমে DBBL/Bkash Account ব্যবহার করে নিজ অবস্থানে থেকে স্টেক হোল্ডারগণের পলুপাউডার ক্রয় ও গ্রহণ করার সুযোগ রাখা হয়েছে ।
- iBAS++ (Integrated Budget and Accounting System) এ অত্র প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের বাজেট সংক্রান্ত তথ্য iBAS++ অনলাইন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ইনপুট নিয়মিতভাবে দেয়া হচ্ছে।

সেবা সহজীকরণ:

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
১	One Stop Service Desk চালুকরণ	**সেবা গ্রহীতাদেরকেঃ** ➢ বিভিন্ন ধরণের সেবার জন্য বিভিন্ন ডেস্কে যেতে হত; ➢ সেবা পেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হত; ➢ সেবা প্রদানে দায়বদ্ধতা কম ছিল এবং সেবা প্রাপ্তির কোন নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ ছিল না।	**বর্তমানে সেবা গ্রহীতাগণঃ** ➢ সকল নাগরিক সেবা সমূহের আবেদন গ্রহণ এবং সেবা প্রদান একটি ডেস্ক থেকে পাচ্ছেন; ➢ আবেদন এর সময় সেবা প্রাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ও সময় অবগত হচ্ছেন; ➢ এতে সেবা গ্রহীতাদের ভোগান্তি কম হচ্ছে এবং সময় কম লাগছে।
২	রেশম-ই-সেবা বাস্তবায়ন	➢ রেশমচাষীদের মোবাইল নাম্বার সম্বলিত কোন ডেটাবেজ ছিল না; ➢ তুঁতচাষ ও পলুপালন সংক্রান্ত কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের সুযোগ ছিল না; ➢ কারিগরি দিক নির্দেশনার অভাবে অনেক সময় চাষীদের ক্রপ ক্ষতিগ্রস্থ হত।	➢ রেশমচাষীদের মোবাইল নাম্বার সম্বলিত ডেটাবেজ তৈরি করা হয়েছে ➢ তুঁতচাষ ও পলুপালন সংক্রান্ত কারিগরি দিক নির্দেশনা প্রদান করে নিয়মিত এস এম এস প্রদান করা হচ্ছে।
৩	দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগারের (waiting room) ব্যবস্থাকরণ	➢ দর্শনার্থী/সেবা গ্রহীতাগণ এলো-মেলো ভাবে বারান্দা/কোন কর্মকর্তার কক্ষে অপেক্ষা করতে হত; ➢ দর্শনার্থী/সেবা গ্রহীতাগণ বিব্রত বোধ করতেন।	➢ দর্শনার্থী/ সেবা গ্রহীতাগণের জন্য একটি বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে; ➢ তাদের বসার আসন, ফ্যান এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪	প্রতিষ্ঠান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দ্যেশ্যে প্রতিষ্ঠান চত্বরে এবং সকল শাখার করিডরে ডাস্টবিন স্থাপন	পূর্বে পুরাতন কিছু ডাস্টবিন ছিল যা পর্যাপ্ত নয় এবং ডাস্টবিন স্বল্পতার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলা হত।	প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং সকল শাখার করিডরে দৃষ্টিনন্দন ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।
৫	CC Camera স্থাপন	পূর্বে প্রতিষ্ঠনের নিরাপত্তাসহ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অফিস চলাকালীন সময়ে যত্রতত্র ঘোরাফেরা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের আওতায় ছিল না।	প্রতিষ্ঠানের মূল ফটক, গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং পুরো প্রশাসনিক ভবন সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান, অফিস চলাকালীন সময়ে যত্রতত্র ঘোরাফেরা নিয়ন্ত্রণসহ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

উত্তম চর্চাসমূহ:

প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ইনোভেশন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিতভঅবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

রেশম-ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন:

রেশমচাষী ও সংশ্লিষ্টদের মোবাইল নাম্বার ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত ১৭০০ জনের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। সারা বছরব্যাপী চারটি বন্দে তুঁতচাষ ও পলুপালন করা হয়। বছরের চারটি বন্দের তাপমাত্রা ও আদ্রতা ভিন্ন ভিন্ন। সফল রেশমচাষ নির্ভর করে তুঁতচাষ ও পলুপালন উভয় ক্ষেত্রে কারিগরি কৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগের উপর। এই উদ্ভাবনী সেবার দ্বারা চাষীদের তুঁতচাষ ও পলুপালনকালীন বিশেষ বিশেষ দিক নির্দেশনা মূলক পরামর্শ যেমন-কোন নির্দিষ্ট বন্দের জন্য তুঁতগাছের যে সময় প্রুনিং করা প্রয়োজন ঠিক তখন এসএমএস এর মাধ্যমে সকল চাষীদের প্রুনিং করার জন্য জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এছাড়াও পলুপালনকালীন বিশেষ বিশেষ কৌশল- তাপমাত্রা, আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, বেড ডিসইনফেকশন, ফিডিং এর সঠিক সময় ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ কোন রোগবালাই এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহণ:

রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অফিস কক্ষে অনুপস্থিত সময়ে এসি, ফ্যান, লাইট ও অনান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বন্ধ রাখা হচ্ছে। নির্দেশনা মোতাবেক অফিস চলাকালীন সময়ে এসি, ফ্যান ও লাইট বন্ধ রেখে ঘবের জানালা দরজা খুলে প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় ও প্রাকৃতিক আলোয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের কেয়ার টেকারের মাধ্যমে তদারকি কার্য অব্যাহত রয়েছে।

কর্মচারীদের ড্রিল:

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৭-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০-১১.০০ পর্যন্ত অফিস তত্ত্বাবধায়ক এর তত্ত্বাবধানে ড্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলে তারা নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে উৎসাহিত হন, এছাড়াও কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোভিড-১৯ ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা:

সাম্প্রতিক সময়ে করোনা (কোভিড-১৯) ভাইরাস জনিত রোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা কর্তৃক কোভিড-১৯ এর বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্দেশনাসহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করে অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, আনসার ও শ্রমিকবৃন্দ মুখে মাস্ক পরিধান করে নিয়মিতভাবে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।